12

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

প্রাথমিক শিক্ষা সমাচার

৭০ লাখ শিশু স্কুলে যায় না

স্টাফ রিপোর্টার, বগুড়া অফিস ঃ দেশের প্রায় ৭০ লাখ শিশুর কাছে এখনও 'স্কুল' একটি অচেনা গৃহ। শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা হলেও স্কুল গমনোপযোগী এসব শিশুকে স্কুল গৃহে আনা যায়নি। গত ৪৬ বছরে আনুপাতিকহারে স্কুলের সংখ্যাও বাড়েনি। শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে যে বরাদ্দ আছে তার ৬৭ ভাগ খরচ হয় শিক্ষকের বেতন বাবদ। সাড়ে সাতভাগ খরচ হয় স্কুলের আসবাবপত্রের জন্য। বাকি অর্থ ব্যয় হয় বই খাতা, ট্রেনিং, ম্যানেজমেন্ট, স্কুল মেরামত ও অন্যান্য খাতে। এছাড়াও একজন শিশুকে শিক্ষিত করতে যেখানে বছরে অন্তত দু'হাজার ঘন্টা সময় দেয়া উচিত সেখানে শিশুরা পাচ্ছে মাত্র দুইশ পঞ্চাশ ঘন্টা।

অন্যদিকে সরকারী প্রাথমিক স্কুলের পাশাপাশি ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষাদান পদ্ধতি আলাদা ধরনের এবং সব কিছুতেই স্বকীয়তা বিদ্যমান। শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাছাকাছি এসব স্কুলে প্রতি বিশ জন ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাচ্ছে ১ জন শিক্ষক। সিলেবাস প্রণীত হয় শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী। সিংহভাগ খরচই হয় শিক্ষার্থীদের বই খাতা ও তত্ত্বাবধান খাতে। বর্তমানে দেশে প্রায় ৭ লাখ শিশু ব্র্যাক স্কুলে যাচ্ছে। ড্রপ আউটের (ঝরে পড়া) হার প্রায় নেই বললেই চলে। এসব স্কুলে মেয়ে-শিশুদের শিক্ষিত করতে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। দেশে ১৯৪৮ সালে সরকারী ও বেসরকারী মিলে মোট প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ২১ হাজার ৬শ' ৩৩টি। এ সময় প্রাথমিক স্কুল গমনোপযোগী ছেলে-মেয়ের সংখ্যা ছিল ৫১ লাখ ৭১ হাজার। ১৯৯৪ সালে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেলেও সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ৪৮ সালের তুলনায় দ্বিগুণও হয়নি। বর্তমানে সরকারী প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৭শ' ১০টি। রেজিস্ট্রি স্কুল ১৩ হাজার ৩শ' ৪১টি। রেজিস্ট্রি বিহীন স্কুল ৬ হাজর ১শ' ৮৬টি। প্রাথমিক স্কুল গমন উপযোগী শিশুর শতকরা ৪২ ভাগ (অর্থাৎ প্রায় ৬৫ লাখ) শিশু স্কুলে ভর্তি হয় না। যে ৫৮ ভাগ শিশু স্কুলে ভর্তি হয় তারও শতকরা ৩৫ ভাগ (অর্থাৎ ৫৭ লাখ) শিশু প্রাথমিক স্কুল পাঠ শেষের আগেই স্কুল ছেড়ে দেয়। মাত্র ২৩ ভাগ শিশু প্রাথমিক পাঠ সম্পন্ন করে। এদের মধ্যে মেয়ে শিশুর সংখ্যা খুব কম। দেশে বর্তমানে সাক্ষরতার হার মাত্র ২৪ শতাংশ। ১৯৫১ সালে এ হার ছিল ২১ ভাগ। অর্থাৎ ৪৩ বছরে সাক্ষরতা বা শিক্ষার হার বেড়েছে মাত্র ৩ ভাগ। শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে চলছে শম্বুক গতি। দেশে ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক স্কুলগুলোকে সরকারী করার পর ১৯৯৩ সালে সারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। পরবর্তীতে চালু হয় শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী।

এক তথ্যে জানা যায়, যে সব দেশে শিক্ষিতের হার ৭০ ভাগের বেশি সেসব দেশের মাথা পিছু আয় বেশি।